জান্নাত পর্ব-৫

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে : "জান্নাত"। "জান্নাত" অর্থ বাগান আর উদ্যান সমূহ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আ'রাফ

১) হে বনী আদম, শয়তান যেনো তোমাদের ফিতনায় না ফেলে যেভাবে (ফিতনায় ফেলে) তোমাদের আদি পিতা মাতাকে বের করে দিয়েছিলো জান্নাত থেকে।

সুরা ৭ আল আ'রাফ, আয়াতঃ ২৭

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ
الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۭ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ
هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۭ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۗءَ
لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾

হে আদম সন্তানগণ! শয়তান যেন তোমাদেরকে সেরূপ ফিৎনায় জড়িয়ে ফেলতে না পারে যেরূপ তোমাদের পিতা-মাতাকে (ফিৎনায় জড়িয়ে ফেলে) জান্নাত হতে বহিষ্কৃত করেছিলো এবং তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জন্যে বিবস্ত্র

করেছিলো, সে নিজে ও তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখতে পায় যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না, নিঃসন্দেহে শয়তানকে আমি বেঈমান লোকদের বন্ধু ও অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি।

২) এবং সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ না করা পর্যন্ত তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না ।

সুরা ৭ আল আ'রাফ, আয়াতঃ ৪০

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ
أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ
الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾

নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং অহংকার বশতঃ তা থেকে ফিরে থাকে, তাদের জন্যে আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সূচের ছিদ্র পথে উষ্ট্র প্রবেশ করে , এমনিভাবেই আমি অপরাধীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।

৩) পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ করবে , তারাই হবে জান্নাতের অধিবাসী।

সুরা৭ আ'রাফ, আয়াতঃ ৪২

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ ۫
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٤٢﴾

আর যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে এমন কোন ব্যক্তিকে আমি তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না ; তারাই হবে জান্নাতবাসী, এবং তারাই হবে সেখানে চিরকাল অবস্থানকারী।

৪) তাদের ডেকে বলা হবেঃ তোমাদের আমলের কারণেই তোমাদেরকে এই জান্নাতের ওয়ারিশ বানানো হয়েছে।

সুরা ৭আ'রাফ, আয়াতঃ ৪৩

وَ نَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَ
قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۫ وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ
اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ؕ وَ نُوْدُوْٓا اَنْ
تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

আর তাদের অন্তরে যা কিছু ঈর্ষা ও বিদ্বেষ রয়েছে তা আমি দূর করে দেবো , তাদের নিম্নদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত হবে, তখন তারা বলবেঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্যে যিনি আমাদেরকে এর পথ প্রদর্শন করেছেন, আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত দান না করলে আমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হতাম না , আমাদের

প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূলগণ সত্যবাণী নিয়ে এসেছিলেন, আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে , তোমরা যে (ভাল) আমল করতে তারই জন্যে তোমাদেরকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে।

৫) তারা (আ'রাফে অবস্থানকারীগণ) জান্নাতবাসীদের ডেকে বলেঃ আপনাদের প্রতি সালাম। তারা (আ'রাফে অবস্থানকারী) তখনো জান্নতে দাখিল হয়নি, তবে প্রত্যাশা করবে।

সুরা ৭, আ'রাফ, আয়াতঃ ৪৬

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ
وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ
يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾

এই উভয় শ্রেণীর লোকদের মাঝে পার্থক্যকারী একটি পর্দা রয়েছে আর আ'রাফে (জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত উঁচু দেয়ালের উপরে) অনেক লোক থাকবে , তারা প্রত্যেককে তাদের লক্ষণ ও চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে , আর জান্নাত বাসীদেরকে ডেকে বলবেঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তখনো এরা (আ'রাফবাসীরা) জান্নাতে প্রবেশ করেনি বটে; কিন্তু ওর আকাঙ্ক্ষা করে।

৬) জাহান্নামবাসী জান্নাতবাসীকে ডেকে বলেঃ আমাদের দিকে কিছু পানি ঢেলে দাও।

সুরা৭, আ'রাফ, আয়াতঃ ৪৯, ৫০

اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ؕ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ

لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٤٩﴾

আর সেই জান্নাতবাসীরা কি সেই সমস্ত লোক, যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম করে বলতে যে , এদের প্রতি আল্লাহ দয়া করবেন না ?(অথচ তাদের জন্যে এই ফরমান জারী হলো যে ,) তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিত ও দুঃখিত হবে না।

وَ نَادٰٓى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ

الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى

الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾

আর জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবেঃ আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা তোমাদের আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা হতে কিছু প্রদান কর , তারা বলবেঃ আল্লাহ এসব জিনিস কাফেরদের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আত্ তাওবা</u>

৭) নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন , বিনিময়ে তারা লাভ করবে জান্নাত।

সুরা ৯ আত্ তাওবা, আয়াতঃ ১১১

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ
الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا
عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَ الْإِنجِيلِ وَ الْقُرْآنِ ۚ وَ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ
مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَ ذَٰلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন-সম্পদ সমূহকে এর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে , তাদের জন্যে জান্নাত রয়েছে , তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতএব তারা হয় হত্যা করে অথবা তাদেরকে হত্যা করা হয়, এর (এই যুদ্ধের) দরুন (জান্নাত প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে, ইনজীলে,এবং কুরআনে; আর কে আছে নিজের অঙ্গীকার পালনকারী আল্লাহ অপেক্ষা অধিক? অতএব তোমরা আনন্দ করতে থাকো তোমাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের উপর , যা তোমরা সম্পাদন করেছো, আর এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ইউনুস</u>

৮) তারাই (যারা কল্যাণের কাজ করে) হবে জান্নাতের অধিবাসী ।

সুরা ১০ ইউনুস, আয়াতঃ ২৬

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ؕ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا

ذِلَّةٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٦﴾

যারা নেক কাজ করেছে তাদের জন্যে উত্তম বস্তু (জান্নাত) রয়েছে , এবং আরো অতিরক্ত জিনিস (আল্লাহর দীদার)। আর না তাদের মুখমন্ডলকে মলীনতা আচ্ছন্ন করবে, আর না অপমান; তারাই হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল থাকবে।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা হুদ</u>

৯) যারা ঈমান আনে ও আমলে সালেহ করে এবং তাদের প্রভুর প্রতি বিনীত হয়ে জীবন-যাপন করে তারাই হবে জান্নাতের অধিবাসী।

সুরা ১১ হুদ ,আয়াত ২৩

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اَخْبَتُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ ۙ

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٣﴾

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকার্যাবলী সম্পন্ন করেছে , আর নিজেদের প্রতিপালকের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে , এরূপ লোকেরাই হচ্ছে জান্নাতবাসী , তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে।

১০) আর যারা হবে ভাগ্যবান তারা থাকবে জান্নাতে । চিরকাল তারা সেখানে থাকবে।

সুরা ১১ হুদ, আয়াতঃ ১০৮

وَ اَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ

السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ﴿١٠٨﴾

পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যবান , বস্তুতঃ তারা থাকবে জান্নাতে ,(এবং) তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে, যে পর্যন্ত আসমান সমূহ এবং যমীন স্থায়ী থাকে; কিন্তু যদি প্রতিপালকের ইচ্ছা হয়,(তবে ভিন্ন কথা;) ওটা অফুরন্ত দান হবে।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আর রা'দ</u>

১১) মুত্তাকিদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার উপমা হলো এরকম , যেমন তার নীচ দিয়ে বহমান থাকবে নদ-নদী-নহর। তার ফলন ও ছায়া হবে চিরস্থায়ী।

সুরা ১৩ আর রা'দ, আয়াতঃ ৩৫

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ

اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّ ظِلُّهَا ؕ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۚ وَّ عُقْبَى

الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ﴿٣٥﴾

মুত্তাকিদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তার উপমা এইরূপ ওর পাদদেশে নদী প্রবাহিত, ওর ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ীঃ যারা মুত্তাকি এটা তাদের কর্মফল এবং কাফিরদের কর্মফল জাহান্নাম।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন নাহল</u>

১২) তা হলো চিরস্থায়ী জান্নাত, সেখানে তারা (মুত্তাকিরা)দাখিল হবে।

সুরা ১৬ আন নাহল, আয়াতঃ ৩১, ৩২

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا
يَشَآءُوْنَ ؕ كَذٰلِكَ يَجْزِى اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ۙ﴿۳۱﴾

ওটা স্থায়ী জান্নাত যাতে তারা প্রবেশ করবে ; ওর পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত; তারা যা কিছু কামনা করবে তাতে তাদের জন্যে তাই থাকবে; এভাবেই আল্লাহ পুরস্কৃত করেন মুত্তাকীদেরকে ।

اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰٮهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ
ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۳۲﴾

ফেরেশতাগণ যাদের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র থাকা অবস্থায়; ফেরেশতাগণ বলবেন, তোমাদের প্রতি শান্তি! তোমরা যা করতে তার ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা মারিয়াম</u>

১৩) তবে যারা তাওবা করেছে এবং আমলে সালেহ্ করেছে , তাদেরকে দাখিল করা হবে জান্নাতে।

সুরা ১৯ মারিয়াম, আয়াতঃ ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩

إِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَأُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَ

لَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾

কিন্তু তারা নয় যারা তাওবা করেছে , ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে; তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে; তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।

جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ

وَعْدُهٗ مَأْتِيًّا ﴿٦١﴾

এটা স্থায়ী জান্নাত, যে অদৃশ্য বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দয়াময় তার বান্দাদেরকে দিয়েছেন; তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যম্ভাবী।

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ؕ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّ

عَشِيًّا ﴿٦٢﴾

সেখানে তারা ‘শান্তি’ ছাড়া কোন অসাড় বাক্য শুনবে না এবং সেথায়

সকাল-সন্ধ্যায় তাদের জন্যে থাকবে জীবনোপকরণ।

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾

এটা সেই জান্নাত, যার অধিকারী করবো আমি আমার বান্দাদের মধ্যে মুত্তাকীদেরকে।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা তোয়াহা</u>

১৪) সে যেন তোমাদেরই (আদম ও হাওয়া) জান্নাত থেকে বের করে না দেয়।..... তার জান্নাতের পতপল্লবি দিয়ে নিজেদের আবৃত করতে থাকলো।

সুরা ২০ তোয়াহা, আয়াতঃ ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১

فَقُلْنَا يَـٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَـٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ

الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿١١٧﴾

অতঃপর আমি বললামঃ হে আদম(আঃ)! এ অবশ্যই তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু; সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত হতে বের করে না দেয়, যার ফলে তুমি বিপদে পতিত হবে।

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾

তোমার জন্যে এটাই রইলো যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না ও নগ্নও হবে না।

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿١١٩﴾

এবং তুমি সেথায় পিপাসার্ত হবে না এবং রৌদ্র ক্লিষ্টও হবে না।

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَـٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ

مُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ ﴿١٢٠﴾

অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বললোঃ হে আদম(আঃ)! আমি কি তোমাকে বলে দিবো অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا
مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ﴿١٢١﴾

অতঃপর তারা তা হতে ভক্ষণ করে ফেলল; তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত্ত করতে লাগল, আদম(আঃ) তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হল।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ফুরকান</u>

১৫) সেদিন জান্নাতবাসীদের আবাস হবে কল্যাণময় আর তাদের বিশ্রামের জায়গা হবে অতীব মনোরম।

সুরা ২৫ আল ফুরকান, আয়াতঃ ২৪

اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا ﴿٢٤﴾

সেদিন জান্নাতবাসীদের জন্য বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আশ্ শোয়ারা</u>

১৬) (ইবরাহিমের দোয়া) আমাকে জান্নাতুন নায়ীমের ওয়ারিশদের অন্তর্ভুক্ত কর।

সুরা ২৬ আশ শোয়ারা, আয়াতঃ ৮৫

وَاجْعَلْنِىْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ﴿٨٥﴾

এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অনর্ভুক্ত করুন!

১৭) সেদিন মুত্তাকিদের কাছেই নিয়ে আসা হবে জান্নাত।

সুরা ২৬ আশ শোয়ারা, আয়াতঃ ৯০

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾

মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হবে জান্নাত।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আনকাবুত</u>

১৮) আর আরা ঈমান আনবে ও আমলে সালেহ্ করবে আমি অবশ্যই তাদের বসবাসে জন্যে জান্নাতে উঁচু প্রাসাদ দান করবো।

সুরা ২৯ আনকাবুত, আয়াতঃ ৫৮

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাদের বসবাসের জন্যে সুউচ্চ প্রাসাদ দান করবো জান্নাতে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, কত উত্তম প্রতিদান সৎকর্মশীলদের।

আখেরাতে জান্নাত লাভের জন্যে আমাদের সকলেরই উচিত এই দুনিয়ায় প্রচেষ্টা করা । প্রচেষ্টার পথ হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ মোতাবেক দুনিয়ায় জীবন-যাপন করা। আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন ।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....